[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার ফলে অবিভাবকের মনে এক প্রকার অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। গ্রামীন পরিবেশে এক্ষেত্রে প্রভাব খুব বেশি পড়েছে। রাতের আঁধারেই সল্প পরিসরে কোথাও কোথাও বিয়ের খবর পাচ্ছি। তবে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর বিভিন্ন মাধ্যমে শোনা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বাল্য বিয়ে বন্ধের সকল চেষ্ট ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

জেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হোসেন বলেন, আমি সবে মাত্র যোগদান করেছি। বাল্য বিয়ের বিষয়টি আমি আপনার মাধ্যমে শুনলাম। খোঁজ নিয়ে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবো।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, আমার কাছে ইতোমধ্যে যেসব বাল্য বিয়ের অভিযোগ এসেছে সেগুলো বন্ধ করেছি। তারপরও লকডাউনের প্রভাবে অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব পড়েছে গ্রামীন অর্থনীতিতে। সেক্ষেত্রে বাল্য বিয়ের একটা প্রবণতা তেরি হচ্ছে। আমরা বাল্য বিয়ে বন্ধ করার বিষয়ে কাজ করে চলেছি।

গাড়াবাড়ীয়া সেই সাঁকো এখন ডুবন্ত জনদুর্ভোগে ৪ গ্রামের মানুষ

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়া ভৈরব নদী বেয়ে চলাচল করে ৪ গ্রামের মানুষ জন। যাতায়াতের একমাত্র অবলম্বন ছিলো সাঁকো সেটাও আজ ভারি বর্ষনের ফলে তলিয়ে গেছে পানিতে।

স্থানীয় জনগনরা জানান, নদীর ওপারে অনেক কৃষের আবাদি জমি রয়েছে কিন্তু পানির কারণে সাকো ডুবে যাওয়ায় এখন যেতে পারছেন না । হিতিম পাড়া গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন বাজার হাট গুলো হতো এপারে থেকে পারছেন আসতে। এছাড়াও স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের ও যাতায়াতের জন্য এছাড়া কোন পথ ছিলো না। যাতায়াতের একমাত্র অবলম্বন পানিতে তলিয়ে যাওয়াতে সাধারন জনগন কৃষক,স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের মুখে দুর্বিসহের ছাপ।

এ বিষয়ে নইল উদ্দীনের সাথে কথা বলেল তিনি জানান, বাড়ি বাড়ি যেয়ে বাশ উত্তোলন করে মানুষ যাতায়াতের উপযোগী করে তোলা হয়েছিল। কিন্তু এখন সেটাও ডুবন্ত। নেতা বর্গরা অনেক জন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ব্রিজ হবে বলে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন সমাধান আসেনি। ব্রিজ মানে আমাতের কাছে এখন সপ্ন মনে হয়।

এ বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা জানান, আমি নির্বাচিত হওয়ার পর সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন কে বিষয়টি জানানো হয়েছিল তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তারপর বর্তমানে আমাদের এম পি মহোদয় সাহিদুজ্জামান খোকন ভাইয়ের সাথেও কথা বলেছি তিনিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং ব্রিজ নির্মান কাজের জন্য মাপ যোগ করতেও এসেছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত হয় নাই। জনগনের এই তুর্ভোগ উত্তরন করতে এই ব্রিজ হওয়াটা খুব জরুরি।

এ বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও স্কুল শিক্ষক রেজাউর রহমান জানান জনগনের এখন প্রানের দাবি এই ব্রিজ। তবে এব্রিজ নির্মান না হলে ৪ গ্রামের রোগজনের যাতায়াত যেমন হবে না পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমার স্কুলের শিক্ষার্থী সহ আরো কৃষক।

গাংনীতে ভাংড়ি ব্যবসায়ীর স্ত্রীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হোগোল বাড়িয়া গ্রামে এক ভাংড়ি ব্যবসায়ীর স্ত্রীকে জোর পুর্বক যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে। সোমবার সকালে যৌন নিপীড়ক উসমানের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ভুক্তভোগী ওই নারী।

জানাগেছে, গত রবিবার রাত ৮ টার সময় গোগলবাড়িয়া গ্রামের হির পাড়ার এক দিনমজুর ভাংড়ি ব্যবাসীয়র স্ত্রী তার নিজ ঘরে বসে হাতুড়ি দিয়ে লোহা ভাঙ্গা ও ভাংড়ি ভাছাইয়ের কাজ করছিলেন। এসময় প্রতিবেশী কাশেমের ছেলে উসমান (৩২) ওই নারীকে জোরপুর্বক যৌন নিপীড়নের

চেষ্টা চালাই।

এসময় নিজেকে রক্ষা করতে ওই নারী চিৎকার করে এবং নিজেকে ছাড়াতে ওসমানের পিঠে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে উসমান পালিয়ে যায়। ওই নারীর চিৎকারে তার বৃদ্ধা শাশূড়ি ছুটে এসে তার পত্র বধুকে রক্ষা করে। পরে তার স্বামী বাড়িতে আসলে ঘটনাটি জানায়।

এবিষয়ে উসমানের পরিবকারকে বিষয়টি জানালে উল্টো ভাংড়ি ব্যাবাসয়ীর ওপর ক্ষিপ্ত হয় এবং বড় ধরনের ক্ষতি করার হুমকি দেয়। সোমবার সকালে ওই নারী ও তার শাশুড়ি গাংনী থানায় হাজির হয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগকারি ওই নারী জানান, এর আগেও বেশ কয়েকদিন ধরে আমাকে জোর করে শ্লীলতাহানীর চেষ্টা করে। আমার তিনটি মেয়ে রয়েছে। দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে স্বামীর সংসার করছে। মান সম্মানের ভয়ে কিছু বলিনি।

নাম প্রকাশে গোপনীয়তা বজায় রাখার শর্তে স্থানীয়রা জানান, উসমান এলাকার একজন চিহ্নিত মাদক সেবী। সে সব সময় গাঁজা ও ফেন্সিডিলে আসক্ত থাকে। তার সাথে বিভিন্ন এলাকার মাদক ব্যাবসায়ীদের যোগাযোগ আছে, যার কারনে তার ভয়ে এলাকার কেউ মুখ খুলতে সাহস পাইনা। উসমানের ভয়ে অনেকেই অতংকিত হয়ে থাকে বলে জানান স্থানীয় এক ভ্যানচালক।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, এবিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ করেছে ওই নারী। তবে বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কোরবানি কে সামনে রেখে গাংনীতে বেড়েছে খাইট্টা বিক্রি

কোরবানির মাংস কাটার জন্য অনুসঙ্গর মধ্যে অন্যতম একটির নাম খাইট্টা। কেই বলে ধারা কেউ বলে পাটী। মাংস পাইট বা চুরানোর জন্য এটি ছাড়া চলেই না। তাইতো যারা কোরবানী করবেন তারা আগে ভাগেই কিনছেন এ অনুসঙ্গটি। বেচা বিক্রিও বেড়েছে বেশ।

খাইট্টা বিক্রেতা বিল্লাল হোসেন জানান, একটা খাইট্টা অনেক দিন চলে। সব সময় এটি বিক্রি হয় না। স্থানীয় কসাইরা কিনে নেন। কিন্তু কোরবানীর ঈদ এলেই চাহিদা বেশী। কাঠ ভেদে খাইট্টার দাম ভিন্ন ভিন্ন। বাবলা কিংবা তেতুঁল কাঠের বড় খাইট্টার দাম একহাজার টাকা, মাঝারী ৭০০টাকা ও ছোট ৫০০ টাকা। গত এক সপ্তাহে তিনি ১২০ টি খাইট্টা বিক্রি করেছেন।

বামন্দি বাজারের খাইট্টা বিক্রেতা হবিবর জানান, এটা সিজিনাল ব্যবসা। যেহেতু ‘স’ মিল আছে বাড়ির পাশে সেহেতু মাঝে মধ্যে গাছের কাণ্ড কেটে এ খাইট্টা তৈরী করে রাখা হয়। অন্যসময় দু একটা বিক্রি হলেও বছরের এ সময় বিক্রি বেশী। গত ১০ দিনে দেড়শ’টি খাইট্টা বিক্রি করেছেন তিনি।

তিনি আরো জানান, যারা কোরবানী করেন তারা যদি খাইট্টা ধুয়ে মুছে যত্ন করে রাখেন তাহলে এটি আর কেনা লাগে না। একটা খাইট্টা অনেক বছর কাজে লাগানো যায়। কিন্তু ৫/৭ জন মিলে কোরবানী করায় এটার যত্ন কেউ করে না। ফলে বছর বছর খাইট্টা কিনতে হয় তাদের।

গাংনীর কসবা গ্রামের হাটু কাদায় দুর্ভোগের রাস্তাটি পাকা করনের দাবীতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা কসবা গ্রামের আড়াই কিলোমিটার রাস্তা পাকা করনের দাবীতে মানববন্ধন করেছে ভুক্তভোগী গ্রামবাসী।

আজ সোমবার বেলা বারোটার সময় গ্রামের মাঠ মুখী রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে মানববন্ধন করে তারা।মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন স্থানীয় ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এস এম তৌহিদ হুসাইন নিলু।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন,গ্রামবাসীসহ এলাকার বিভিন্ন গ্রামের কৃষক তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য আনা-নেয়ার একমাত্র রাস্তাটি হাটু কাদায় পরিণত হয়েছে। বর্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাস্তাটি

চলাচলের একেবারে অযোগ্য হয়ে পড়ে। কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বাজারেও ঘরে আনতে চরম বিপাকে পড়তে হয়। ভুক্তভোগীরা বিভিন্ন মহলে যোগাযোগ করেও কোনো কাজ হয়নি।

বক্তারা আরো বলেন, রাস্তাটি পাকা করন করে দেবার জন্য জেলা প্রশাসক উপজেলা প্রশাসন এমনকি রাজনৈতিক ব্যক্তিরা ও নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে। প্রতিশ্রুতি পেতে পেতে এলাকাবাসী অনেকটা নুইয়ে পড়েছে।এলাকাবাসীর দুঃখ-দুর্দশার কথা বিবেচনা করে রাস্তাটি পাকা করনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেছে।সেই সাথে বর্তমান মেহেরপুর 2 আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে রাস্তাটি পাকা করন করার জোর দাবি জানিয়েছে।

ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান বলেন, ইউনিয়ন পরিষদের সামান্য বরাদ্দে রাস্তা পাকাকরন সম্ভব নয়।তবুও যতদূর পরিষদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে তা একেবারে সামান্য। এই মুহূর্তে এমপি মহোদয়ের দৃষ্টি করলে রাস্তা পাকাকরন সম্ভব হবে।

মেহেরপুর ২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কথা বলেছি খুব শীঘ্রই রাস্তাটি পাকা করনের ব্যবস্থা করে এলাকার ভুক্তভোগী মানুষের দুর্দশা ঘোচানোর চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর গাংনীর ধলা মাঠের সেই বাধ অপসারণ

মেহেরপুরের গাংনীর ধলা-মাইলমারী মাঠে বাধ অপসারণ করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর রবিবার সকাল ১১ টায় ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মো: ইয়ানুর রহমান ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা গাংনী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম অভিযান চালিয়ে বাধ ও পুকুরের আংশিক অপসারন

করেন।

গাংনী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম,ব্রিজের মুখে বাধ দিয়ে মাছ চাষ করার কারনে কয়েক হাজার বিঘা জমি পানিবন্দী হয়ে পড়েছে এ সংবাদ পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের সহায়তায় ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মো: ইয়ানুর রহমান। পরে পুকুর মালিক ও স্থানীয়দের সহায়তায় পানি প্রবাহের জন্য বাধ ও আংশিক পুকুর কেটে দেয়া হয়।

এদিকে অবৈধ ভাবে ব্রিজের মুখে পুকুর খনন করার অভিযোগে মালিক নুরু পোষ্ট মাষ্টারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছে ভুক্তভুগী কৃষকরা। স্থানীয়দের দাবি ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে পুকুর খনন করা হয়েছে। হাজার হাজার কৃষকদের স্বার্থে পুকুর ভরাট সহ স্থায়ী সমাধানের আহবান জানান তারা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন কৃষক জানান, পুকুরের জমির মালিকানা নিয়ে এলাকায় নানা গুঞ্জন থাকলেও পুকুর মালিক নুরু পোষ্ট মাষ্টার জানিয়েছে জমির প্রকৃত মালিক তিনি।

জমির মালিকানার বিষয়টি নিশ্চিত হতে পুকুর মালিককে কাগজপত্র নিয়ে ভুমি অফিসে আসতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছেন।
উল্লেখ্য: গাংনীতে পুকুরে গ্রাস করছে হাজার একর জমি শিরোনামে রবিবারে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

গাংনীতে গ্রামবাসীর উদ্যোগে পানি নিস্কাশন

অর্ধশত বছর আগে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না রেখে অপরিকল্পিত ভাবে যত্রতত্র পুকুর খনন করায় পানিতে আবদ্ধ গ্রামবাসীদের নিজ প্রচেষ্টা আর নিজ অর্থে ড্রেনেজ ব্যাবস্থা করছে মেহেরপুর জেলার গাংনীর ষোলটাকা গ্রামবাসী। পাঁচ লক্ষাধিক টাকা খরচ করে অস্থায়ী ভাবে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা করা হলেও স্থায়ী দুর্ভোগ লাঘবে

ষোলটাকা গ্রামের আর এক উদ্যোমি যুবক জাহিদ হাসান বলেন, আমরা এলকার মানুষ যা করেছি তা মাত্র সামান্য। জনপ্রতনিধিরা বারবার আশ^◌াস দিলেও বাস্তবে তার উল্টো হয়েছে।

ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি বলেন, আমার নির্বাচনের পর থেকে জেলা প্রশাসক বরাবর অনেক বারই আবেদন করা হয়েছে। কিন্ত কোন সুরাহা হয়নি। তবে গ্রামবাসীর দুর্দশা লাঘবে আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি। আগামী সরকারি বরাদ্দ এলে সহযোগীতা করা হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, গ্রামবাসির দুর্দশার কথা আমি সরেজমিনে দেখে সরকারি ভাবে যা করার বা আমার যতটুকু করনীয় গ্রামবাসিকে সেভাবে সহযোগীতা দেব।

গাংনীতে শিশু যৌন নিপীড়নের অভিযোগে মামলা- কিশোর আটক

মেরহপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামে ৭ বছরের এক শিশুকন্যাকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। এ অপরাধে হাবিবুর রহমান নামের এক মাদ্রাসা ছাত্রকে আটক করেছে পুলিশ।

আটক কিশোর হাবিবুর রহমান (১৪) ভাটপাড়া গ্রামের স্কুলপাড়ার কৃষক আশাদুল ইসলামের ছেলে ও সাহারবাটি দাখিল মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেনীর ছাত্র।

পুলিশ জানায়, গত পরশু বিকালে কিশোর হাবিবুর রহমান প্রতিবেশী দ্বিতীয় শ্রেনীর এক স্কুল ছাত্রীকে ফুল দিয়ে ফুসলিয়ে ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একটি পরিত্যক্ত ঘরে নিয়ে যায় এবং তাকে যৌন নিপীড়ন চালানোর চেষ্টা করে এ সময় ওই শিশুর পিতা দেখতে পেয়ে হাবিবুর রহমান কে তাড়া করলে হাবিবুর রহমান পালিয়ে যায়।

পরে শিশুকন্যা তার বাবা মাকে বিষয়টি খুলে বলে। এর আগেও তাকে এধরনের ন্যাক্কার জনক ঘটনা ঘটিয়েছে বলে জানায় শিশুকন্যার মা

ববিতা খাতুন। মানস্মানের ভয়ে এর আগে সাবধান করা হয়েছিল।

গতকাল শিশুকন্যার পরিবার থেকে গাংনী থানায় অভিযোগ করলে গাংনী থানা পুলিশের এসআই আব্দুল হান্নান শিশু নিপীড়নকারি হাবিবুর রহমানকে আটক করে।

গতকাল শনিবার রাতে মামলা দায়ের করে শিশু কন্যার মা ববিতা খাতুন। মামলা নং-১৯।

মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা এসএম তারিকুজ্জামান বলেন, মামলা হয়েছে, এ মামলায় ২৭ ধারায় জবানবন্দি নেওয়া হবে।
মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান।

গাংনী পৌরসভায় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবীলের চাল বিতরণ

করেনা কালিন সময়ে মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার ৪ হাজার ৬র্শ ৫৭ জন দুস্থ-অসহায় মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ত্রাণ তহবীল হতে প্রাপ্ত জি আর প্রকল্পের চাল বিতরণ করা হয়েছে। আজ রোববার সকালে গাংনী পৌরসভা প্রাঙ্গণে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, গাংনী পৌরসভার মেয়র আশরাফুল ইসলাম। এসময় ট্যাগ অফিসার মাহফুজুর রহমান, কাউন্সিলর সাইদুর রহমান ও মিজানুর রহমানসহ কাউন্সিলর, পৌর কর্মকর্তা- কর্মচারী ও সুবিধাভোগিরা উপস্থিত ছিলেন।

করোনা কালিন পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রতি মাসে জন প্রতি ১৫ কেজি করে চাল প্রদান করা হচ্ছে।